রবিঠাকুরের বৈশাখ

সব্যসাচী রায়

পুরনোকে পেছনে ফেলে নতুনকে বরণ করার নতুনতর দাবি নিয়ে বৈশাখ এসেছে।

একটি বছরের নিরাশা আর বেদনাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিতে চায় বৈশাখের ঝড়ে দূরে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায়। নববর্ষ বাঙালিকে দেয় আশা আর পরিতৃপ্তির কামনা, বাঙালি-মন বারবার বলে ওঠে-

'ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন তন্দ্রা জাগি উঠে বাহির দ্বারে।'

বৈশাখ মানে পুরনোকে বিদায় দিয়ে সাড়ম্বরে নতুনকে বরণ করার লগ্ন। বৈশাখ মানে নব আনন্দের জোয়ার, নতুন উদ্যমে নতুন করে নিজেকে তৈরি করার অবসর। বৈশাখ মানে নববর্ষ-বরণে বাঙালির আনন্দে ভরা প্রাণ, শহর-গ্রামের মুক্তাঙ্গনে সেই

প্রাণের মেলা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভাসানো আনন্দের ভেলা। তাই তো 'নববর্ষে' কবিতায় (চিত্রা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

Society Language and Culture

'নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন

বর্ষ হয় গত!

আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন

করিলাম নত।

বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,

ক্ষমা করো আজিকার মতো

পুরাতন বরষের সাথে

পুরাতন অপরাধ যত।'

ঋতুবৈচিত্র্যের বাংলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সব মাসকেই উপস্থাপন করেছেন অনন্য বৈশিষ্ট্যে। সেই বৈচিত্র্যেরই এক বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখকে তিনি উপস্থাপন করেছেন এক অপার ব্যঞ্জনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যে আমাদের মাঝে এসেছিলেন এমনই এক বৈশাখে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) - প্রেম, প্রকৃতি আর মানুষের জয়গানে বাংলা ও বাঙালিকে পূর্ণতা দিতে।

রবীন্দ্রনাথ বৈশাখকে দেখেছেন বহুমাত্রিকতার দ্যোতনায় - সুরে, ছন্দে, রুদ্রতায়, রুক্ষতা আর জীবনের মতো পারিবর্তনিক অনুভবের চঞ্চল অভিজ্ঞতায়। তিনি বৈশাখে যেমন দেখেছেন ধ্বংস রূপ, তেমনি দেখেছেন নতুন বছরের নতুন প্রত্যাশার উল্লাস। *'বৈশাখ আবাহন'* কবিতায় তাঁর এই বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার রূপ দেদীপ্যমান:

'এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
যাক পুরাতন স্মৃতি,যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক॥
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক॥'

যে নববর্ষকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এক রকম মানুষের পর্বের একটা সীমারেখা রূপে, নতুন বছরের সেই বিশেষ দিন ঘিরে বাঙালির মননে বিরাজ করে এক আলাদা উন্মাদনা, এক অনবদ্য শিহরণ।

তবে, বৈশাখ যে কেবল আগমনীর ঘণ্টা বাজায় ঠিক তা নয়। বৈশাখ মানে অবিরাম বর্ষণ, প্রখর তপনের উত্তাপ। বৈশাখ মানে কালবৈশাখীর প্রমত্ততা। বৈশাখ মানে লাবণ্যহীন অগ্নিবাণের রুদ্রতা, শুষ্ক হয়ে ওঠা প্রকৃতির চেহারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা বৈশাখের এই চিরপরিচিত শুষ্ক রূপের সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে গ্রীষ্মের প্রকৃতির এক অনন্য রূপ ও মেজাজের চিত্র অঙ্কন করে যার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তাঁর 'কল্পনা' কাব্যের 'বৈশাখ' কবিতায়-

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ?

বর্ষ শেষে চৈত্র বিদায় নেয়, আকাশে কালো পুঞ্জমেঘ বিস্তার করে। সে মেঘে কখনো আকাশ আবৃত হয়ে যায় মেঘমালায়। কিন্তু মানুষের জীবনে প্রত্যাশার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না। কালবৈশাখী ও ধ্বংসের উৎস এই বৈশাখের ধ্বংসলীলার কাছেই 'বর্ষশেষ' কবিতায় রবিঠাকুর প্রার্থনা করেছেন এই বলে -

'ধাও গান, প্রাণ-ভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।
হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি

পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে-
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।'

বাঙালির গর্বের সংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঘিরে জেগে আছে দু'টি বাংলা তারিখ - ১লা বৈশাখ ও ২৫শে বৈশাখ। বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ দু'টি অভিন্ন বিষয়, বলা যায় একে অপরের পরিপূরক। পয়লা বৈশাখ সব বাঙালিরই জন্মদিন। এই দিনটিতে বাঙালির প্রাণ মিলনমেলায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, সব ভেদ-বুদ্ধির আবরণ ভেঙে উষ্ণ সেই প্রাণের ছোঁয়া যে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবাইকেই উদার ও বিকশিত হওয়ার আহ্বান জানায়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে নববর্ষের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন-

'...নতুন যুগের বাণী এই যে,
তোমার অবলোকের আবরণ খোলো, হে মানব,
আপন উদার রূপ প্রকাশ কর।'

রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ-পুরাতন-গতানুগতিক জীবনকে বর্জন করে বৈশাখের আগমনে নতুন সত্তা নিয়ে সকলকে জাগ্রত হবার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আর তাই, বৈশাখ বছরে বছরে বাঙালির কাছে নতুন ভাবের উৎস হয়ে আবির্ভূত হয়ে আসছে। বাঙালির আত্মবিকাশ ও চেতনার স্ফুরণের উৎসধারায় বৈশাখ ও রবীন্দ্রনাথ তাই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বৈশাখ বাঙালির কাছে এমন এক উৎস ও উৎসবের লগ্ন যার মাধ্যমে বাঙালি নিজেকে উদ্ঘাটিত করার প্রাণশক্তি সঞ্চার করে আসছে। বলা বাহুল্য, বাঙালির এই পথপরিক্রমার সুযোগ তো রবীন্দ্রনাথই করে দিয়েছেন। আর তাই, বাঙালির অবচেতনে বৈশাখ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমার্থক - বাঙালির জীবনচর্চা ও যাপনকালের এক অভিন্ন ক্যানভাস হিসেবে রয়ে গেছে। বৈশাখকে তাই তো বলতে হয় *'রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ।'* বাঙালির কাছে বৈশাখ এক নতুন ভোর, যে ভোরের আলো সম্প্রীতি আর সংকটমোচনের বার্তা বয়ে আনে, বাঙালির প্রাণে সঞ্চারিত করে এক অনাবিল আনন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনা। আসুন আমরা সবাই মিলে বৈশাখের আবাহন করি, সকলে মিলে বলি –

ভেদাভেদ মুছে পাক না মানুষ -

মানবিকতার স্পর্শ,

মানুষ শুধু হোক না মানুষ

'শুভ নববর্ষ।'